যে তুমি হরণ করো

আবুল হাসান

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

আমরাই তো একমাত্র কবি

আমার উদ্বাস্তু-উন্মূল যৌবনসঙ্গী
নির্মলেন্দু গুণ-কে

ক বি তা সূ চি

যে তুমি হরণ করো ০১
কালো কৃষকের গান ০৯
উদিত দুঃখের দেশ ১০
ক্ষমাপ্রদর্শন ১১
অপেক্ষায় থেকো ১২
ভ্রমণ যাত্রা ১৩
অসহ্য সুন্দর ১৫
একটি মহিলা আর একটি যুবতি ১৬
অনুতাপ ১৭
আড়ালে ও অন্তরালে ১৮
এখন পারি না ১৯
স্তন ২০
সেই মানবীর কণ্ঠ ২২
পরাজিত পদাবলি ২৩
পাতকী সংলাপ ২৪
ধুলো ২৬
দ্বৈতদ্বন্দ্ব ২৭
অন্যরকম সাবধানতা ২৮
অস্থিরতা ২৯
এইভাবে বেঁচে থাক, এইভাবে চতুর্দিক ৩০
৩১ কচ্ছপ শিকারিরা
৩৩ ঘুমোবার আগে
৩৪ আশ্রয়
৩৬ সে আর ফেরে না
৩৭ তুমি ভালো আছো
৩৮ করুণাসিঞ্চন
৪০ টানাপোড়েন
৪১ ভুবনডাঙায় যাবো
৪২ প্রবাহিত বরাভয়
৪৪ একজন ধর্মপ্রণেতা
৪৬ নির্বিকার মানুষ
৪৭ নিঃসঙ্গতা
৪৮ ভিতর বাহির
৪৯ তোমার চিবুক ছোঁব, কালিমা ছোঁব না
৫০ বন্দুকের নল শুধু নয়
৫২ গোলাপের নিচে নিহত হে কবি কিশোর
৫৪ আমি অনেক কষ্টে আছি
৫৫ স্থিতি হোক
৫৭ কুরুক্ষেত্রে আলাপ
৫৮ শস্যপর্ব
কবির ভাসমান মৃতদেহ ৬০

কালো কৃষকের গান

দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও আমি অনাবাদি রাখব না আর আমার ভেতর!

সেখানে বুনব আমি তিন সারি শুভ্র হাসি, ধৃতিপঞ্চেন্দ্রিয়ের
সাক্ষাৎ আনন্দময়ী একগুচ্ছ নারী তারা কুয়াশার মতো ফের একপলক
তাকাবে এবং বলবে, তুমি না হোমার? অন্ধ কবি ছিলে? তবে কেন হলে
চক্ষুষ্মান এমন কৃষক আজ? বলি কী সংবাদ হে মর্মাহত রাজা?

এখানে আঁধার পাওয়া যায়? এখানে কি শিশু নারী কোলাহল আছে?
রূপশালী ধানের ধারণা আছে? এখানে কি মানুষেরা সমিতিতে মালা
পেয়ে খুশি?

গ্রিসের নারীরা খুব সুন্দরের সর্বনাশ ছিল। তারা কত যে উল্লুক!
উরুভুরুশরীর দেখিয়ে এক অস্থির কুমারী কত সুপুরুষ যোদ্ধাকে
তো খেল!

আমার বুকের কাছে তাদেরও দুঃখ আছে, পূর্বজন্ম পরাজয় আছে
কিন্তু কবি তোমার কীসের দুঃখ? কীসের এ হিরণ্ময় কৃষকতা আছে?
মাটির ভিতরে তুমি সুগোপন একটি স্বদেশ রেখে কেন কাঁদো?
বৃক্ষ রেখে কেন কাঁদো? বীজ রেখে কেন কাঁদ? কেন তুমি কাঁদো?
নাকি এক অদেখা শিকড় যার শিকড়ত্ব নেই তাকে দেখে তুমি ভীত আজ?
ভীত আজ তোমার মানুষ বৃক্ষশিশু প্রেম নারী আর নগরের নাগরিক ভূমা?

বুঝি তাই দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও তুমি অনাবাদি রাখবে না আর
এফিথিয়েটার থেকে ফিরে এসে উষ্ণ চাষে হারাবে নিজেকে, বলবে
ও জল, ও বৃক্ষ, ও রক্তপাত, রাজনীতি ও নিভৃতি, হরিৎ নিভৃতি
পুনর্বার আমাকে হোমার কর, সুনীতিমূলক এক থরোথরো দুঃখের
জমিন আমি চাষ করি এ দেশের অকর্ষিত অমা!

উদিত দুঃখের দেশ

উদিত দুঃখের দেশ, হে কবিতা হে দুধভাত তুমি ফিরে এসো!
মানুষের লোকালয়ে ললিতলোভনকান্তি কবিদের মতো
তুমি বেঁচে থাকো
তুমি ফের ঘুরে ঘুরে ডাকো সুসময়!

রমণীর বুকের স্তনে আজ শিশুদের দুধ নেই প্রেমিক পুরুষ তাই
দুধ আনতে গেছে দূর বনে!
শিমুল ফুলের কাছে শিশির আনতে গেছে সমস্ত সকাল!
সূর্যের ভিতরে আজ সকালের আলো নেই সব্যসাচীরা তাই
চলে গেছে, এখন আকাল
কাঠুরের মতো শুধু কাঠ কাটে ফল পাড়ে আর শুধু খায়!

উদিত দুঃখের দেশ তাই বলে হে কবিতা, দুধভাত তুমি ফিরে এসো,
সূর্য হোক শিশিরের ভোর, মাতৃস্তন হোক শিশুর শহর!

পিতৃপুরুষের কাছে আমাদের ঋণ আমরা শোধ করে যেতে চাই!
এইভাবে নতজানু হতে চাই ফলভারানত বৃক্ষে শস্যের শোভায় দিনভর
তোমার ভিতর ফের বালকের মতো ঢের অতীতের হাওয়া
খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই!

হে কবিতা তুমি কি দেখনি আমাদের ঘরে ঘরে তাঁতকল?
সাইকেলে পথিক?
সবুজ দিঘির ঘন শিহরন? হলুদ শটির বন? রমণীর রোদে
দেওয়া শাড়ি? তুমি কি দেখনি আমাদের
আত্মাহুতি দানের যোগ্য কাল! তুমি কি পাওনি টের
আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া চোখের কোনায় তুমি কি বোঝনি আমাদের
হারানোর, সব হারানোর দুঃখ—শোক? তুমি কি শোননি ভালোবাসা
আজও দুঃখ পেয়ে বলে, ভালো আছো হে দুরাশা, হে নীল আশা?

ক্ষমাপ্রদর্শন

তুমি কি সত্যি ক্ষমার মানুষ? করছি ক্ষমা পরিত্রাণের
গন্ধ ভরা জল ছিটিয়ে তুলছি ঘরে, কৃতঘ্নতা
তোমায় আমি বদলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা তুলছি ঘরে
আকাল পোশাক বদলে দিয়ে রাখালে পোশাক তুলছি ঘরে!

তুমি কি সত্যি ক্ষমার মানুষ? করছি ক্ষমা পরিত্রাণের
একজনমে এত ক্ষমা তুমি কি তাই পাওয়ার যোগ্য হে মন আমার
করছি ক্ষমা করছি ক্ষমা;

এখন তুমি সংসারে যাও, তোমার শিশু সমস্যাদি
সংগঠন আর নিদ্রা এবং লবণ মাংস মহোৎসবের
রৌদ্রমেঘের পাশে দাঁড়াও, কৃতঘ্নতা এখন তুমি
কৃতজ্ঞ হও কৃতজ্ঞ হও!

একজনমে পাপ করেছ, পাপের ছায়া পরিত্রাণের গন্ধ হলো একজনমে
খিড়কি দুয়ার এখন তোমার খিড়কি দুয়ার, ঝাপসা স্মৃতি রহস্য তার
জানলা থেকে জানলা দেখায়, অতীত থেকে অতীত দেখায়

একটু একটু তাঁদের ছায়ায় বেড়ে ওঠো এখন তুমি একটু একটু
তাদের বুকে তাদের চোখে তাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠো,

হে মন তুমি অধঃপতন
থেকে এবার বেড়ে ওঠো!

অপেক্ষায় থেকো

আমরা আসব ঠিকই ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো!
নপুংসক ঘাতক বাউল সন্ত যাইই হই, বিবর্ণ বুলবুল
আমরা যাইই হই
আমরা আসব ঠিকই ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো!

শিকড়ে শুকনো ঘাস, যূথীফুল একটি কি দুটি
ঘূর্ণিত পাখির চিহ্ন, কুমারীর কেঁপে ওঠা করাঙ্গুল একটি কি দুটি
আমরা যাইই হই
আমরা আসব ঠিকই ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো!

উৎসবের মধ্যে আমরা যাইই হই পিষ্ট মোমবাতি!
সাদা জ্বলন্ত লোবান আমরা যাইই হই
আমরা আসব ঠিকই ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো!

নৃত্য শেষে নর্তকীর নিহত মুদ্রায় শান্ত স্তব্ধ আঙুল
যেইভাবে ফিরে আসে,
অনিদ্রায় চোখের পাতার শান্ত সমুদ্র বাতাস যেইভাবে ফিরে আসে
সমুদ্রচারীর নিশ্বাসে!

আমরা আসব ঠিকই ফিরে আসব, অপেক্ষায় থেকো!

ভ্রমণ যাত্রা

এইভাবে ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি, আমি ভুল করেছিলাম!
করাতকলের কাছে কাঠচেরাইয়ের শব্দে জেগেছিল সম্ভোগের পিপাসা!
ইস্টিশানে গাড়ির বদলে ফরেস্ট সাহেবের বনবালাকে দেখে
বাড়িয়েছিলাম বুকের বনভূমি!

আমি কাঠ কাটতে গিয়ে কেটে ফেলেছিলাম আমার জন্মের আঙুল!
ঝরনার জলের কাছে গিয়ে মনে পড়েছিল শহরে পানির কষ্ট!
স্রোতস্বিনী শব্দটি এত চঞ্চল কেন গবেষণায় মেতেছিলাম সারাদিন
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে!
আমি উপজাতি কুমারীর করুণ নশ্বর নম্র স্তনের অপার আঘ্রাণে
প্রাচীন অনাধুনিক হয়ে গিয়েছিলাম শিশুর মতো!
আমি ভুলে গিয়েছিলাম পৃথিবীতে তিন-চতুর্থাংশ লোক এখনও
ক্ষুধার্ত!
আমি ভুলে গিয়েছিলাম রাজনীতি একটি কালো হরিণের নাম!
আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব কুমারীর কৌমার্য থাকে না, যেমন
সব করাতকলের কাছে কাঠমিস্ত্রির বাড়ি, সব বনভূমিতে
বিদ্যুৎবেগবতী বাঘিনী!
যেমন সব মানুষের ভিতরে এক টুকরো নীলরঙা অসীম মানুষ!

আমি ভুলে গিয়েছিলাম বজ্রপাতের দিনে বৃক্ষদের আরও বেশি
বৃক্ষ স্বভাব!

যেমন আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব যুদ্ধই আসলে অন্তহীন
জীবনের বীজকম্প্র, যৌবনের প্রতীক!

এইভাবে ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি আমার হৃদয়ে হয়তো কিছু
ভুলভ্রান্তি ছিল,
আমি পুষ্পের বদলে হাতে তুলে নিয়েছিলাম পাথর!
আমি ঢুকে পড়েছিলাম একটি আলোর ভিতরে, সারাদিন আর
ফিরিনি!

অন্ধকারে আমি আলোর বদলে খুঁজেছিলাম আকাশের উদাসীনতা!
মধু-র বদলে আমি মানুষের জন্য কিনতে চেয়েছিলাম মৌমাছির
সংগঠনক্ষমতা!
পথের কাছে পাখিকে দেখে মনে পড়েছিল আমার হারানো কৈশোর!
পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমি আসলেই পথ হাঁটছি,
পথিক!
তবু ভ্রমণে আবার আমি ফিরে যাব, আমি ঠিকই পথ চিনে নেবো!
অনন্তের পথিকের মতো ফের টের পাব
কে আসলে সত্যিই কুমারী, কে হরিণ কে রমণী কেবা স্ত্রীলোক!
আর ঐ যে করাতকল, ওরা কেন সারারাত কাঠচেরাই করে!

আর ঐ যে অমৃত ঝরনা, ওকে কারা বুকে এনে অতটা স্বর্গীয় শব্দে
স্রোতস্বিনী ডাকে!

অসহ্য সুন্দর

যখন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান যখন সুন্দরী মৃত!

একটি একাকী চুল দেখলাম মুখে এসে নিয়েছে আশ্রয়
ক্লান্ত ভুরু, কাঁধের দুদিকে হাত যেন দুটি দুঃখের প্রতীক!
কপালের সমস্তটা যেন দুঃখ, চিবুকের সমস্তটা যেন দুঃখ!
যখন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান, যখন সুন্দরী মৃত!

তখন মৃত্যুকে কী যে কোমল সুন্দর লাগছিল!

মুখের সমস্তটা মুখ জুড়ে তার তখন করুণ এক মায়ার রহস্য আর
শরীরের সবদিকে শেষ সুন্দরের অকস্মাৎ থমকে যাওয়া আভা!
আর ঠোঁটের ও বিষণ্ন তিলটি কী বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, কী বিষণ্ন
দেখাচ্ছিল আহা
যখন সুন্দরী মৃত যখন সুন্দরী!

কিন্তু হায় একটি অসহ্য দৃশ্য ঘটে গেল হঠাৎ তখনই
যখন জানলাম আমি গর্ভে তার অসমাপ্ত একটি ভ্রূণ শিশু হতে পারল না!
একটি সুন্দর ভ্রূণ!

একটি মহিলা আর একটি যুবতি

জানে না কখন ওরা পাশাপাশি এসে শুয়ে থাকে!
একটি মহিলা আর একটি যুবতি বহুরাত এইভাবে
শুয়ে শুয়ে দেখেছে আলোর পাশে নির্জনতা কত বেমানান!

ফলে এক দিন-ভাঙা-দিনান্তের আলো দুই দেহের ভিতরে নিয়ে
দেখেছে আঁধার আজ কেন উষ্ণ, কেন এত তীব্র গন্ধময়!

দেখেছে খোঁপায় কালো ভাঙনের বিলাসিতা কেমন মানায় সেই তমসায়
কেমন কালোর বর্ণ ধরে রাখে দুজনের দুটি কালো চোখ!

একটি মহিলা আর একটি যুবতি এইভাবে বহুরাত
আধখানি চোখে চায়—আধখানি ইশারায় কী যে কী সব বলে!
তারপর মহিলা যুবতি মিলে, যুবতি ও মহিলায় একটি উত্তপ্ত কণ্ঠ
কামুক রমণী হয়ে যায়!

আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে একটি আদিম কালো রাত!
আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে নগ্ন মহিলা আর নগ্ন যুবতি!
আর সেই রমণীকে দাঁতে দাঁতে দীর্ঘতর করে তোলে তীব্র দংশন!
আর সেই রমণীকে ঘৃণা করে মহিলা ও যুবতি আবার!

আর সেই রমণীটি মহিলা ও যুবতিতে পুনরায় পর্যবসিত হতে হতে
পুনরায় তারা ফের ঘৃণা ও ঘুমের মধ্যে হয় অন্তর্হিত!

অনুতাপ

আমাকে যে অনুতপ্ত হতে বল, কার জন্যে অনুতপ্ত হব আমি?
কার জন্য অনুশোচনার জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি ছোঁয়াব আমার ঠোঁট?
দিনদিন আমার অধঃপতন পাহাড় কেবলি উঁচু হচ্ছে
এত দাহ এত পাপ!
আমার পায়ের নখ থেকে মাথার প্রতিটি চুলে এত অপরাধ!
হাঁটু ভেঙে একদিন আমার বুকের মধ্যে এসে পড়বে
কুয়াশা অস্থির শিলা রক্তের আগুন ।
হাত তুলে আর আমি কাউকে ডাকব না কোনোদিন!
সেই দুঃসহ দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত হব আমি?
কিন্তু কেন, কার জন্যে অনুশোচনার জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি
ছোঁয়াব আমার ঠোঁট?
অনুতপ্ত হব আমি বিশেষ নারীর জন্যে?
সেই আমার প্রত্যাখ্যাত প্রথম পুষ্পের জন্যে ফের অনুতাপ?
কিশোর বয়সে একদিন আমার শরীর জুড়ে
গোলমরিচের ঝাঁঝাঁ গুঁড়োর মতন তীক্ষ্ণ জ্বর নেমেছিল,
মনে আছে সেই জ্বরের রাত্রিতে জেগে জেগে জানি না কখন
আমি মায়ের পাশেই . . .?

হঠাৎ নিদ্রা ভেঙে যেতে দেখি মধুর চাকের মতো অন্ধকার!
মনে আছে ভল্লুকের মতো বাবা নুয়ে এসে সে আঁধারে কার
টেনে টেনে ছিঁড়েছিল জটিল যৌবন?
সে রাতে আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল,
মনে আছে অন্তর্লীন আমার চিৎকার?

শুকনো পাতার মতো আমার চিৎকার থেকে ঝরে পরা মা'র সেই হাত,
সেই রুগ্‌ণ বিষণ্ন আঙুল-মার মানসিক অনিদ্র দহন!
তারও শেষ বিষণ্ন পাবন যদি সময়ের তোড়ে ভেসে গেল
তবে আর কার জন্যে অনুতপ্ত হব আমি?

কার কাছে বয়ে নিয়ে যাব এই কুয়াশা অস্থির শিলা রক্তের আগুন?

আড়ালে ও অন্তরালে

কয়েকটি দালানকোঠা, বৃক্ষরাজি কয়েকটি সবুজ মাঠ
থাকলেই যে ছোটখাটো বিশিষ্ট শহর হবে এলাকাটা
এ রকম কোনো কথা নেই!
ছুটির দিনের পিকনিকে গেলেই কি সেই সব লোক
ভালোবাসে বনভূমির গভীর মৌনতা? তার মর্মর সংগীত?

অথবা যে পাখির বিষয় নিয়ে পত্রিকায় ছড়া লেখে
শিশুদের সচিত্র মাসিক যার লেখা ছাপা হয়
সেই-ই শুধু পাখি আর শিশুর প্রেমিক?
পুজোর দিনে তো আমি অনেককেই দেখেছি কেমন
প্রতিমা দেখার নামে চুপে চুপে দেখে নিচ্ছে
লাবণ্য লোভন লোনা মাংসের প্রতিমা ।

এইসব দেখে শুনে মনে মনে ভাবি,
আড়ালে ও অন্তরালে তবে কি রহস্য আছে,
যারা আজও চুপে চুপে কাজ করে যায়?
না হলে দেখ না এই আমার বুকের নিচে ফুরফুরে গেঞ্জি নেই
শাসিত লোকের মতো আমার চোখের নিচে কালো দাগ কালো চতুরতা!
মুখে মান মৃত্যুকে সরিয়ে আমি বহুদিন
বুকের ভিতরে কোনো কান্তির কোমল শব্দ শুনি না এবং
বাসমতী চালের সুঘ্রাণও আমি পাই না অনেকদিন!

তবু আমি শাসিত লোকের চেয়ে কেন আজও
তোমার মতন নীল শোষকের সান্নিধ্যই বেশি ভালোবাসি!
কেন ভালোবাসি?

এখন পারি না

এখন পারি না, কিন্তু এক সময় পারতাম!
আমারও এক সময় খুব প্রিয় ছিল
নারী, মদ, জুয়া ও রেসের ঘোড়া!

আমিও গ্রহণ করে দেখেছি দুঃখকে
দেখেছি দুঃখের জ্বালা যতদূর না যেতে পারে
তারও চেয়ে বহুদূরে যায় যারা সুখী!

দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরও বেশি দুঃখময়!
এখন পারি না, কিন্তু এক সময় পারতাম
আমারও এক সময় খুব প্রিয় ছিল
নারী, মদ, জুয়া ও রেসের ঘোড়া প্রিয় ছিল, খুব প্রিয় ছিল।

স্তন

জিনাত ও তারেককে

কুমারী, তোমার অই অনুভূতিময় উষ্ণ অন্ধকার ঝুলবারান্দায়
আজ বড় মেঘলা দিন,
আজ বড় সুসময়,
এসো হোক তোমাতে আমাতে
এখন তমসা, কোনো চাঁদ নেই,
তোমার বুকের পাত্র আলো দেবে
স্পর্শ করলেই চোখে জেগে উঠবে যুগল পূর্ণিমা!

সমস্ত সতীর গাত্রে লাথি মেরে
সমস্ত সৃষ্টির পাত্র ভেঙে-চুরে

এসো হোক তোমাতে আমাতে
এসো ভয় নেই!
এসো অই তো উদ্ধারমূর্তি, অই তো বুদ্ধের বোকা ধ্যান!
কামুককে ভ্রুভঙ্গি দিয়ে নৃত্য করে অই তো আদিম!
বুকে অই তো জলপাই ঘ্রাণ!
অই আনে মধ্যপ্রাচ্য, তেলের সংকট
দূতাবাসে খুনোখুনি,
অই আনে তুর্কি নারীর নাচ, তা তা থই অন্ধকার
দুটি তলোয়ার হাতের তালুতে
অই আনে রোমান সভ্যতা!
কুমারী, দহন ওকে কেন বল?
ও তো লোকগাথা, ও তো প্রবচন,
ও তো পৃথিবীর প্রথম হ্রদের তলদেশ-উত্থিত
ক্রন্দন ভরা মাটি!
ও তো সমুদ্রের অপার মহিমা!
এসো হোক তোমাতে আমাতে